মাসিক
দুদক বার্তা
www.acc.org.bd
দুর্নীতি দমন কমিশন

৮ম বর্ষ
৩৪তম সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

এক নজরে

সম্পাদকীয় | ফাঁদ অভিযান | গ্রেফতার | হট লাইনভিত্তিক অভিযান | প্রশিক্ষণ | বিচার ও দন্ড | দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা | সভা-গণশুনানি অভিযান কর্মসূচি

সম্পাদকীয়

জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ০৯ ডিসেম্বর। গত বছরের ন্যায় এবছরও যথাযথ গুরুত্বের সাথে সরকারিভাবে দিবসটি পালিত হয়। এ দিবস উপলক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন দেশব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা ও কমিশনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির শুভ উদ্বোধন করেন দুদক চেয়ারম্যান। এসময় তাঁর সঙ্গে দুদক কমিশনার ও সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তগণ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনের পর কমিশনের প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ, দুদকের বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীগণ, ঢাকা মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দ, গার্ল গাইডস, বয়েজ স্কাউট, সততা সংঘের সদস্যবৃন্দ, আনসার, বিএনসিসি, বিভিন্ন এনজিও'র প্রতিনিধিবর্গ, বিভাগীয় কমিশনার-ঢাকা, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং নগরীর সর্বস্তরের হাজার হাজার সাধারণ মানুষ নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, ঢাকা থেকে শাহবাগ পর্যন্ত সড়কের দুই পার্শ্বে দুর্নীতিবিরোধী মানববন্ধন রচিত হয়। অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্য এই মানববন্ধনে দুর্নীতিবিরোধী প্লাকার্ড, ব্যানার ও ফেস্টুন শোভা পায়। শুধু ঢাকা নয়, দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলায় একই সময়ে দুর্নীতিবিরোধী এই মানববন্ধন স্বত:স্ফূর্তভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানববন্ধন শেষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি শিক্ষার্থী ও সততা সংঘের সদস্যদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেন, "দেশ অনেক দিক দিয়ে এগিয়েছে, তবে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পারলে আরো এগিয়ে যেত। দুর্নীতিমুক্ত করা গেলে দেশ শোষণমুক্ত সোনার বাংলা হবে।"

একই সমাবেশে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেন, "মাত্র গুটিকয়েক মানুষের দুর্নীতির কাছে আমাদের পরাজয়ের কোনো সুযোগ নেই। দুর্নীতিবিরোধী লড়াইয়ে বিজয়ের কোনো বিকল্প নেই। ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সরকার, রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন, আইনজীবী, মিডিয়া সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দুর্নীতিবাজদের পরাভূত করা হবে। এই লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি। দুর্নীতিবাজদের আইনের মুখোমুখি করা হচ্ছে এবং করা হবে। ঘুষখোর-মুনাফাখোর-দুর্নীতিবাজদের অবৈধ সম্পদ ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হবে না। দুর্নীতিবাজরা দেশ থেকে বিদেশে পালিয়েও রক্ষা পাবেন না। দেশে-বিদেশে কোথাও দুদক তাদের পিছু ছাড়বে না। এটাই আমাদের অঙ্গীকার। জাতির পিতার স্বপ্নের শোষনহীন, বৈষম্যহীন তথা দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের নিরন্তর সংগ্রাম চলছে, চলবে।" দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান ও দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। দুর্নীতিবিরোধী এই প্রচেষ্টায় আমরা সকলের সমন্বিত অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করি। এছাড়াও রেডিও ও টেলিভিশনে দুর্নীতিবিরোধী আলোচনা সভা ও টকশো প্রচারিত হয়।

নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়
১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০

9353004-8
info@acc.org.bd
www.acc.org.bd

১০৬
নম্বরে ফ্রি কল করুন

Like us on Facebook
facebook.com/acc.org.bd

ফাঁদ অভিযান

ডিসেম্বর/২০১৯ মাসে কমিশন ফাঁদ পেতে ঘুষের টাকাসহ ০৬ (ছয়) জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এইচ এম রাশেদ সরকার, জুনিয়র লাইসেন্স ইন্সপেক্টর এন্ড কনসালটেন্ট, বাংলাদেশ বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক), কুর্মিটোলা, ঢাকা।	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স (সিপিএল) পরীক্ষার ২য় ধাপ "কম্পোজিট" পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য ১,০০,০০০/- টাকা ঘুষ গ্রহণ করার সময় কমিশনের অনুমোদনক্রমে আগে থেকে ওত ফেতে থাকা ফাঁদ দল এইচ এম রাশেদ সরকারকে হাতে-নাতে গ্রেফতার করেন।
মোঃ ইউনুস মিয়া, এসএএস সুপারিন্টেনডেন্ট, জেলা হিসাব রক্ষণ অফিস, শেরপুর।	সরকারি কর্মচারী হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ ও অসদাচরণ করে বকেয়া বেতন ভাতাদি বিল পাশ করে দেওয়ার জন্য শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর এর নিকট হতে অবৈধভাবে ৫০,০০০/- টাকা নগদ ঘুষ গ্রহণ করার সময় দুর্নীতি দমন কমিশনের ফাঁদ দল আসামিকে গ্রেফতার করেন।
পার্থ প্রতীম মজুমদার, সাব-রেজিস্ট্রার, দেবহাটা উপজেলা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) শ্যামনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, সাতক্ষীরা।	ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপরাধমূলক অসদাচরণের মাধ্যমে জনৈক ব্যক্তির নিকট হতে ১,০০,০০০/- টাকা ঘুষ গ্রহণ করার সময় কমিশনের অনুমোদনক্রমে সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনা-এর ফাঁদ দল আগে থেকে ওত ফেতে থেকে আসামিকে হাতে-নাতে গ্রেফতার করেন।

গণশুনানি

কমিশন ডিসেম্বর/২০১৯ মাসে ০৩টি গণশুনানি পরিচালনা করেন।

গনশুনানির সংখ্যা	গণশুনানির স্থান
০৩টি	রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী; শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর; মোংলা বন্দর, বাগেরহাট।

গ্রেফতার

বিভিন্ন মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ আইনি প্রক্রিয়ায় ডিসেম্বর/২০১৯ মাসে ২৭ (সাতাশ) জনকে গ্রেফতার করেছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোহাম্মদ আলী আহসান, সাবেক মহাব্যবস্থাপক (কার্গো), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস (পরবর্তীতে পরিচালক, মার্কেটিং এন্ড সেলস, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) ও অন্য ০১ জন।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস-এর কার্গো শাখায় দায়িত্ব পালনকালে পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করে নিজেরা লাভবান হয়ে নন-সিডিউল ফ্রেইটারদের লাভবান করার উদ্দেশ্যে ৪,১১৫ টি নন-সিডিউল ফ্রেইটার কর্তৃক পরিবহনকৃত ১৩,৯৮,৯২,৪৯০ কেজি কার্গো ও মেইলের বিপরীতে কার্গো ও মেইল হ্যান্ডলিং চার্জ বাবদ জুলাই/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনস-এর কার্গো শাখার মাধ্যমে আদায়যোগ্য সর্বমোট ১,৫০,৯৩,০৭৪ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১১৮,০৪,১৭,০৪৮/- টাকা আদায় না করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস তথা সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন।
মোঃ আবুল হোসেন, প্রোঃ মেসার্স ইনডিজিনাস ড্রাগ ল্যাব (ইড্রাল) এবং শিমলা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতাল, পাবনা সদর, পাবনা।	দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৪০,৬৬,১৪,০৬১/- টাকার সম্পদের মধ্যে ৮,৯১,৯১,৮২৯/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম, উপসহকারী প্রকৌশলী, জেলা মৎস্য অফিস, দিনাজপুর ও অন্য ০১ জন।	আসামিগণ পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক মৎস্য উৎপাদন খামার, পুলহাট, দিনাজপুরের ৪টি পুকুর পুনঃ খনন বাবদ ৭,৫৯,৮৪৫/২০ টাকা, সীমানা প্রাচীর পুনঃ নির্মাণ বাবদ ৭৯,৯২৫.৭৪ টাকা এবং ৪টি পুকুর পুনঃ খনন বাবদ উত্তোলিত বালু অবৈধভাবে বিক্রয়বাবদ ৭,৪৭,৯৫০/- টাকা সর্বমোট (৭,৫৯,৮৪৫/ ২০+৭৯,৯২৫.৭৪+ ৭,৪৭,৯৫০) =১৫,৮৭,৭২১/- টাকা আত্নসাৎ।

অভিযোগ কেন্দ্র (১০৬) ভিত্তিক অভিযান

কমিশন ডিসেম্বর/২০১৯ মাসে ১৫৬টি অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানের সংখ্যা	অভিযানভুক্ত কতিপয় দপ্তর/প্রতিষ্ঠান	
১৫৬টি	প্রকৌশল	: স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর; শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর; বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়; সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।
	স্বাস্থ্য	: ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর; সিভিল সার্জন অফিস; উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স; সদর হাসপাতাল; পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।
	খাদ্য	: বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই); উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়; জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়; এল.এস.ডি খাদ্য গুদাম।
	পরিবহন খাত	: বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ); বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি); বাংলাদেশ রেলওয়ে; সিভিল এভিয়েশন।
	ভূমি	: ডিসি অফিসের এল, এ শাখা; এসি (ল্যান্ড)অফিস; জেলা-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়; সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়; ইউনিয়ন ভূমি/তহসিল অফিস; জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস; রাজউক; খাস জমি উদ্ধার; জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি।